গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়
আইন অধিশাখা
বাংলদেশ সচিবালয়, ঢাকা
www.motj.gov.bd

নং-২৪.০০.০০০০.১২২.০৪.০০১.১৫. ১১৬

তারিখ: ২৮বৈশাখ ১৪২৪ বঃ
১১ মে, ২০১৭ খ্রিঃ

বিষয়: বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয় কর্তৃক মামলা মনিটরিং সংক্রান্ত ২৫.০৪.২০১৭ তারিখে অনুষ্ঠিত সভার কার্যবিবরণী প্রেরণ প্রসংগে।

বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয় এবং অধীনস্থ দপ্তর/সংস্থার মামলা মনিটরিং সংক্রান্ত সভা গত ২৫.০৪.২০১৭ তারিখ এ মন্ত্রণালয়ের সচিব জনাব মোঃ ফয়জুর রহমান চৌধুরী-এর সভাপতিত্বে মন্ত্রণালয়ের সভাকক্ষে অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সভার অনুমোদিত কার্যবিবরণীর সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন অগ্রগতি আগামী ১৫.০৫.২০১৭ তারিখের মধ্যে নিম্নস্বাক্ষরকারীর নিকট প্রেরণ নিশ্চিত করার জন্য নির্দেশক্রমে অনুরোধ করা হলো। **উল্লেখ্য যে, কার্যবিবরণীটি বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়ের ওয়েব সাইট (www.motj.gov.bd) থেকে ডাউন লোড করে নিতে হবে।**

(এ, এম, সাইফুল হাসান)
উপসচিব
ফোন: ৯৫১৫৬৪৯
ih.law2016@gmail.com

বিতরণ (জ্যেষ্ঠতার ক্রমানুসারে নয়):

০১. চেয়ারম্যান, বিজেএমসি, মতিঝিল, বা/এ, ঢাকা।
০২. চেয়ারম্যান, বিজেসি (বিলুপ্ত), আদমজী কোর্ট, ১১৯-১২০, মতিঝিল বা/এ, ঢাকা।
০৩. চেয়ারম্যান, বিটিএমসি, বিটিএমসি ভবন, ৭-৯, কাওরান বাজার, ঢাকা।
০৪. চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ তাঁত বোর্ড, বিটিএমসি ভবন, ৭-৯, কাওরান বাজার, ঢাকা।
০৫. চেয়ারম্যান, জাতীয় গৃহায়ণ কর্তৃপক্ষ, সেগুনবাগিচা, ঢাকা।
০৬. মহাপরিচালক, পাট অধিদপ্তর, মতিঝিল বা/এ, ঢাকা।
০৭. মহাপরিচালক, বাংলাদেশ রেশম উন্নয়ন বোর্ড, রাজশাহী।
০৮. পরিচালক, বস্ত্র পরিদপ্তর, বিটিএমসি ভবন, ৭-৯, কাওরান বাজার, ঢাকা।
০৯. পরিচালক, বিএসআরটিআই, রাজশাহী।
১০. উপপ্রশাসক, আদমজী সন্স লি:, মতিঝিল বা/এ, ঢাকা।
১১. লিকুইডেটর, লিকুইডেশন সেল, ৩৫/৫-সি, শান্তিনগর (২য় তলা), পীরসাহেবের গলি, ঢাকা।
১২. যুগ্মসচিব (সকল), বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
১৩. সহকারী প্রোগ্রামার, বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা (কার্যবিবরণীটি মন্ত্রণালয়ের ওয়েবসাইটে অন্তর্ভুক্তকরণের জন্য অনুরোধ করা হলো)।

অবগতির জন্য অনুলিপি প্রেরণ করা হলোঃ

০১. সচিব মহোদয়ের একান্ত সচিব, বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
০২. যুগ্মসচিব (আইন) মহোদয়ের ব্যক্তিগত কর্মকর্তা, বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়
আইন অধিশাখা
বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
www.motj.gov.bd

বিষয়: বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয় কর্তৃক মামলা মনিটরিং সংক্রান্ত ২৫.০৪.২০১৭ তারিখে অনুষ্ঠিত সভার কার্যবিবরণী।

সভাপতি : মো: ফয়জুর রহমান চৌধুরী, সচিব, বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়।

তারিখ : ২৫.০৪.২০১৭ খ্রিস্টাব্দ।

স্থান : বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়ের সভা কক্ষ, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।

(উপস্থিত সদস্যগণের তালিকা পরিশিষ্ট-'ক' তে রক্ষিত আছে)

সভাপতি উপস্থিত সকলকে শুভেচ্ছা জানিয়ে সভার কাজ শুরু করেন। অত:পর সভাপতির অনুমতিক্রমে উপসচিব (আইন) জনাব এ, এম সাইফুল হাসান সভার আলোচ্যসূচি অনুযায়ী পর্যায়ক্রমে উপস্থাপন করেন।

০২। বিগত সভার কার্যবিবরণী সভায় উপস্হাপন করা হয় এবং তা কোন প্রকার সংশোধনী ব্যতিরেকে সভায় নিশ্চিত করা হয়।

০৩। সভায় বিগত সভার সিদ্ধান্তগুলো উপস্হাপন করা হয়। উপসচিব (আইন) জানান যে তাঁত বোর্ড সংক্রান্ত সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নে অনুচ্ছেদ 'ঝ'তে তাঁত বোর্ডের ৪০ একর জমির মধ্য হতে অবিশিষ্ট ৩৭ একর জমি জরুরী ভিত্তিতে তাঁত বোর্ডের অনুকূলে রেজিষ্ট্রি করে দেয়ার বিষয়ে আইন অধিশাখা হতে আইন মন্ত্রণালয়ে সার-সংক্ষেপ আকারে নথিতে অনুমোদনের জন্য উপস্হাপন করা হয়েছে মর্মে তাঁত বোর্ড হতে যা জানানো হয়েছে তা সঠিক নয়। তিনি বলেন, ইতোমধ্যে আইন মন্ত্রণালয়ে সার-সংক্ষেপটি প্রেরণ করা হয়েছে। এছাড়া অন্যান্য সিদ্ধন্তসমূহ বাস্তবায়ন অগ্রগতি চলমান আছে মর্মে সংশ্লিষ্ট দপ্তর/সংস্থার প্রধানগণ সভাকে অবহিত করেন।

০৪. **বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয় ও অধীনস্থ দপ্তর/সংস্থার মোট মামলার তথ্য:**

দপ্তর/সংস্থা/পরিদপ্তর/ অধিদপ্তর/ বোর্ড এর নাম	মামলার সংখ্যা		বর্তমান মাসে আগত		মোট	মামলা নিস্পত্তি				মাস শেষে পেন্ডিং মামলার সংখ্যা
	উচ্চ আদালত	নিম্ন আদালত	উচ্চ আদালত	নিম্ন আদালত		উচ্চ আদালত (পক্ষে)	নিম্ন আদালত (পক্ষে)	উচ্চ আদালত (বিপক্ষে)	নিম্মন আদালত (বিপক্ষে)	
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১
বিজেএমসি	৩৮৩	৭৩৮	১৫	২৯	১১৬৫	১৭	১১	০১	০১	১১৩৫
বিজেসি (বিলুপ্ত)	৮৪	১৮২	০৪	০২	২৭২	০০	০০	০০	০০	২৭২
বিটিএমসি	৯৬	১৯৬	১০	০২	৩০৪	০০	০০	০০	০০	৩০৪
বাংলাদেশ তাঁত বোর্ড	০৮	০৪	০০	০০	১২	০০	০০	০০	০০	১২
পাট অধিদপ্তর	০৯	১৯	০২	০০	৩০	০০	০০	০০	০০	৩০
বাংলাদেশ রেশম উন্নয়ন বোর্ড	১০	১৯	০০	০০	২৯	০১	০০	০০	০০	২৮
বস্ত্র পরিদপ্তর	০৭	০০	০০	০০	০৭	০১	০০	০০	০০	০৭
বিএসআরটিআই	০১	০২	০০	০০	০৩	০০	০০	০০	০০	০৩
আদমজী সন্স লি:	০৬	০৯	০০	০০	১৫	০০	০০	০০	০০	১৫
লিকুইডেশন সেল	০৮	১৭	০০	০০	২৫	০০	০০	০০	০০	২৫
মোট=	৬১২	১১৮৬	৩১	৩৩	১৮৬২	১৮	১১	০১	০১	১৮৩১

22.14.12

০৫. সভাপতি সকল দপ্তর/সংস্থার প্রধানগণকে মামলার অগ্রগতি সম্পর্কে অবহিত করার জন্য অনুরোধ জানালে সংস্থা প্রধানগণ মামলার অগ্রগতি সভায় উপস্থাপন করেন। সভায় চেয়ারম্যান, বিজেএমসি জানান যে, তার সংস্থায় গত মাসের মামলার সংখ্যা ছিল ১১৩১টি। বর্তমানে আগত মামলার সংখ্যা উচ্চ আদালতে ১৫টি ও নিম্ন আদালতে ২৯টিসহ মোট মামালার সংখ্যা ১১৬৫টি তন্মধ্যে উচ্চ আদালতে রায় হয়েছে বিজেএমসির পক্ষে ১৭টি এবং বিপক্ষে ০১টি। নিম্ন আদালতে রায় হয়েছে পক্ষে ১১টি এবং বিপক্ষে ০১টি। মাস শেষে পেন্ডিং রয়েছে ১১৩৫টি। সভাপতি সরকারের বিপক্ষে রায় হওয়া মামলার বিষয়ে কি ধরণের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে তার অগ্রগতি জানতে চাইলে চেয়ারম্যান, বিজেএমসি জানান যে, সরকারের বিপক্ষে মামলাগুলোর বিষয়ে আপীল দায়ের করা হয়েছে। তিনি আরও জানান যে, ইতোপূর্বেকার সভায় মামলার গুরুত্ব বিবেচনায় আপীল দায়ের করার বিষয়ে সিদ্ধান্ত ছিল। এ প্রেক্ষিতে সভাপতি বলেন যে, মামলার গুরুত্ব বিবেচনায় নয়, সকল মামলার ক্ষেত্রেই সর্বোচ্চ আদালত পর্যন্ত প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে হবে। সভাপতি এখন থেকে বিজেএমসিসহ সকল দপ্তর/সংস্থা প্রধানদের সরকারের বিপক্ষে ঘোষিত রায়ের ক্ষেত্রে সকল মামলার সর্বোচ্চ আদালত পর্যন্ত প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার পরামর্শ প্রদান করেন। সভাপতি বিজেএমসির মামলা নিষ্পত্তির ক্ষেত্রে বেশীর ভাগ মামলার রায় সরকারের পক্ষে যাওয়ায় সন্তোষ প্রকাশ করেন।

চেয়ারম্যান, বিজেসি সভায় জানান যে, তার সংস্থায় পূর্বে মামলা ছিল ২৬৬টি। বর্তমান মাসে উচ্চ আদালতে মামলা এসেছে ০৪টি এবং নিম্ন আদালতে মামলা এসেছে ০২টিসহ মোট মামলার সংখ্যা ২৭২টি। কোন মামলা নিষ্পত্তি হয়নি। মাস শেষে মামলার সংখ্যা ২৭২টি। সভাপতি বিজেসির মামলা নিষ্পত্তির হার বৃদ্ধি করার জন্য পরামর্শ প্রদান করেন।

চেয়ারম্যান, বিটিএমসি সভায় জানান যে, বিগত মাসে তার দপ্তরে মামলা ছিল ২৯২টি। বর্তমান মাসে উচ্চ আদালতে মামলা এসেছে ১০টি এবং নিম্ন আদালতে মামলা এসেছে ০২টিসহ মোট মামলার সংখ্যা ৩০৪টি। কোন মামলা নিষ্পত্তি হয়নি। মাস শেষে মামলার সংখ্যা ৩০৪টি। সভাপতি বিটিএমসির মামলা নিষ্পত্তির হার বৃদ্ধি করার জন্য পরামর্শ প্রদান করেন।

চেয়ারম্যান, তাঁত বোর্ড সভায় জানান যে, বিগত মাসে তার সংস্থায় মামলা ছিল ১২টি। বর্তমান মাসে নতুন কোন মামলা পাওয়া যায়নি। মোট মামলার সংখ্যা ১২টি। মাস শেষে মামলার সংখ্যা ১২টি। মহাপরিচালক, পাট অধিদপ্তর জানান যে, তার দপ্তরে গত মাসের মামলার সংখ্যা ছিল ৩০টি। নতুন কোন মামলাও নেই এবং কোন মামলা নিষ্পত্তিও নেই। বস্ত্র পরিদপ্তর, বিএসআরটিআই, আদমজী সন্স লিঃ ও লিকুডেশন সেল এর নতুন কোন মামলা দায়ের হয়নি এবং কোন মামলা নিষ্পত্তিও হয়নি। সভাপতি সংশ্লিষ্ট সকল দপ্তর/সংস্থার প্রধানগণকে চলমান মামলার সংখ্যা নিষ্পত্তির জন্য গুরুত্বারোপ করেন।

০৬. **<u>গুরুত্বপূর্ণ ৩১টি মামলা মনিটরিং সংক্রান্ত কার্যক্রম পর্যালোচনা:</u>**

গুরুত্বপূর্ণ ২৮টি মামলার কার্যক্রম সভায় উপস্থাপন করা হয় এ ব্যাপারে সংশ্লিষ্ট অতিরিক্ত সচিব, যুগ্মসচিব এবং দপ্তর/সংস্থার ট্যাগ কর্মকর্তাগণ মামলার অগ্রগতি সভাকে অবহিত করেন যা নিম্নরূপ:

প্রতিষ্ঠানের নাম: বিজেএমসি

মামলার নং ও মিল/প্রতিষ্ঠানের নাম	মামলার বিষয় (সংক্ষেপে)	মামলার বাদী/বিবাদী	মামলা মনিটরিং কর্মকর্তার নাম ও পদবী	দপ্তর/সংস্থার ট্যাগ অফিসারের নাম ও পদবী
১	২	৩	৪	৫
(১) সিভিল আপিল নং ৩১৭/১৫ (সিভিল পিটিশন ফর লীভ টু আপিল নং ১২৯২/১৫ হতে উদ্ভূত এবং রিট পিটিশন নং ১১৯৮৮/১২ হতে উদ্ভূত), আপিল বিভাগ, বাংলাদেশ সুপ্রিম কোর্ট।	অর্থ মন্ত্রণালয় কর্তৃক বেসরকারী মিল সমূহের জিওবি লোন মওকুফের বিষয়টি প্রত্যাখ্যাত হওয়ায় তা সংবিধান অনুযায়ী বেআইনী উলেস্নখ করে সোনালী জুট মিলস্ লি: এর জিওবি লোন ৩,০৬,৩৭,৪৬৫/- টাকা + ২% পেনাল ইন্টারেষ্ট মওকুফ করার বিষয়ে নির্দেশনা চেয়ে বিরাষ্ট্রায়ত্ব সোনালী জুট মিলস্ লি: কর্তৃপক্ষ মাননীয় হাইকোর্টে রিট পিটিশন নং ১১৯৮৮/১২ দায়ের করেন। উক্ত রিট মামলায় মাননীয় আদালত গত ৩০-০৫-১৩ তারিখ শুনানীশেষে সোনালী জুট মিলস্ লি: এর পক্ষ অর্থাৎ সরকারের বিপক্ষে রায় প্রদান করেন। রায়ের বিরুদ্ধে মহামান্য সুপ্রিম কোর্টের আপিল বিভাগে সিভিল পিটিশন ফর লীভ টু আপিল নং ১২৯২/১৫ দায়ের করা হয়। আপিল বিভাগ ০৫-০৭-১৫ তারিখ শুনানী শেষে লীভ মঞ্জুর করেছেন এবং মামলাটির নতুন নম্বর হয়েছে সিভিল আপিল নং ৩১৭/১৫।	বিজেএমসি পক্ষ চেয়ারম্যান -বনাম- সোনালী জুট মিলস্ লি: এর পক্ষে ব্যবস্থাপনা পরিচালক ও অন্যান্য।	তাহমিনা আখতার, অতিরিক্ত সচিব (পাট)	১। মুহাম্মদ সালেহউদ্দীন, সচিব, বিজেএমসি। ২। মহাব্যবস্থাপক (আইন), বিজেএমসি।

মামলার নং ও মিল/প্রতিষ্ঠানের নাম	মামলার বিষয় (সংক্ষেপে)	মামলার বাদী/বিবাদী	মামলা মনিটরিং কর্মকর্তার নাম ও পদবী	দপ্তর/সংস্থার ট্যাগ অফিসারের নাম ও পদবী
১	২	৩	৪	৫
(২) সিভিল আপিল নং ৩১৫/১৫ (সিভিল পিটিশন ফর লীভ টু আপিল নং ১২৯৪/১৫ হতে উদ্ভূত),আপিল বিভাগ,বাংলাদেশ সুপ্রিম কোর্ট।	কাশেম জুট মিলস্ লি: এর জিওবি লোন ২,৩৪,৪১,৪৫০/- টাকা + ২% পেনাল ইন্টারেষ্ট মওকুফ করার বিষয়ে নির্দেশনা চেয়ে বিরাষ্ট্রায়ত্ত কাশেম জুট মিলস্ লি: কর্তৃপক্ষ মাননীয় হাইকোর্টে রিট পিটিশন নং ১১২৭৩/১২ দায়ের করেন। উক্ত মামলায় মাননীয় আদালত গত ৩০-০৫-১৩ তারিখ শুনানীশেষে কাশেম জুট মিলস্ লি: এর পক্ষে অর্থাৎ সরকারের বিপক্ষে রায় প্রদান করেন। রায়ের বিরুদ্ধে মহামান্য সুপ্রিম কোর্টের আপিল বিভাগে সিভিল পিটিশন ফর লীভ টু আপিল নং ১২৯৪/১৫ দায়ের করা হয়। আপিল বিভাগ ০৫-০৭-১৫ তারিখ শুনানী শেষে লীভ মঞ্জুর করেন এবং আপিল মামলাটির নতুন নম্বর হয়েছে সিভিল আপিল নং ৩১৫/১৫।	বিজেএমসি পক্ষ চেয়ারম্যান -বনাম- কাশেম জুট মিলস্ লি: পক্ষে ব্যবস্থাপনা পরিচালক ও অন্যান্য।	তাহমিনা আখতার, অতিরিক্ত সচিব (পাট)	১। মুহাম্মদ সালেহউদ্দীন, সচিব, বিজেএমসি। ২। মহাব্যবস্থাপক (আইন), বিজেএমসি।
(৩) সিভিল আপিল নং ৩১৬/১৫ (সিভিল পিটিশন ফর লীভ টু আপিল নং ১২৯১/১৫ হতে উদ্ভূত), আপিল বিভাগ, বাংলাদেশ সুপ্রিম কোর্ট।	ন্যাশনাল জুট মিলস্ লি: এর জিওবি লোন ৪,৭৮,১৬,৩৭৩/- টাকা + ২% পেনাল ইন্টারেষ্ট মওকুফ করার বিষয়ে নির্দেশনা চেয়ে বিরাষ্ট্রায়ত্ত ন্যাশনাল জুট মিলস্ লি: কর্তৃপক্ষ মাননীয় হাইকোর্টে রিট পিটিশন নং ১১৯৮৮/১২ দায়ের করেন। উক্ত মামলায় মাননীয় আদালত গত ৩০-০৫-১৩ তারিখ শুনানীশেষে ন্যাশনাল জুট মিলস্ লি: এর পক্ষে অর্থাৎ সরকারের বিপক্ষে রায় প্রদান করেন। রায়ের বিরুদ্ধে মহামান্য সুপ্রিম কোর্টের আপিল বিভাগে সিভিল পিটিশন ফর লীভ টু আপিল নং ১২৯১/১৫ দায়ের করা হয়। আপিল বিভাগ ০৫-০৭-১৫ তারিখ শুনানী শেষে লীভ মঞ্জুর করেছেন এবং মামলাটির নতুন নম্বর হয়েছে সিভিল আপিল নং ৩১৬/১৫।	বিজেএমসি পক্ষ চেয়ারম্যান -বনাম- ন্যাশনাল জুট মিলস্ লি: পক্ষে- ব্যবস্থাপনা পরিচালক ও অন্যান্য।	তাহমিনা আখতার, অতিরিক্ত সচিব (পাট)	১। মুহাম্মদ সালেহউদ্দীন, সচিব, বিজেএমসি। ২। মহাব্যবস্থাপক (আইন), বিজেএমসি।
(৪) সিপিএলএ নং ২৪২৫/১৬, আপিল বিভাগ, সুপ্রিম কোর্ট (কনটেম্পট পিটিশন নং ২৯৮/১২, হাইকোর্ট বিভাগ উদ্ভূত)	আলীম জুট মিলস্ লিঃ ১৯৮২ সালে সরকারের বিরাষ্ট্রীয়করণ নীতিমালার আলোকে আলীম জুট মিলের ব্যবস্থাপনা হস্তান্তর করার জন্য শিল্প প্রতিষ্ঠান লি: এর ব্যবস্থাপনা পরিচালক আবেদন করে। ব্যবস্থাপনা হস্তান্তর না করায় হাইকোর্টে রিট পিটিশন মামলা নং ৮৯৮৫/৯৭ দায়ের করে এবং পক্ষে রায় হয়। উক্ত রায়ের বিরুদ্ধে বিজেএমসি সিপিএলএ নং ৫১৩/০০ দায়ের করলে হলে মহামান্য আদালত আপিল খারিজ করেন। রিট পিটিশনের রায় অনুযায়ী মিলটির ব্যবস্থাপনা হস্তান্তর না করায় শিল্প প্রতিষ্ঠান লি: কনটেম্পট পিটিশন দায়ের করেন। কনটেম্পট মামলায় সরকারের পক্ষে রায় প্রদান করায় শিল্প প্রতিষ্ঠান লি: আপিল বিভাগে সিপিএলএ নং ২৪২৫/১৬ দায়ের করেছেন।	জগলুল মাহমুদ, ব্যবস্থাপনা পরিচালক, শিল্প প্রতিষ্ঠান লি: -বনাম- বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়, বিজেএমসি গং।	তাহমিনা আখতার, অতিরিক্ত সচিব (পাট)	১। মুহাম্মদ সালেহউদ্দীন, সচিব, বিজেএমসি। ২। মহাব্যবস্থাপক (আইন), বিজেএমসি।
(৫) দেওয়ানী মোকদ্দমা নং ৪৮৯০/০৮, ৫ম যুগ্ম জেলা জজ আদালত, ঢাকা।	নিশাত জুট মিলের মতিঝিলের ১১ কাঠা ১৩ ছটাক জমিসহ তৎসংলগ্ন অন্যান্য জমির স্বত্ব ঘোষনার দাবীতে জনৈক মোসাম্মৎ জাহানারা বেগম গং এর পক্ষে নিয়োজিত আমমোক্তার মো: হাবিবুর রহমান (রাজু) গং দেওয়ানী মোকদ্দমা নং ৪৮৯০/০৮ মামলা দায়ের করেন। বাদী পক্ষের স্বাক্ষীর জবানবন্দী সংশোধন করার আবেদন ও সমঝোতা চুক্তিপত্রের মূলকপি আদালতে দাখিল করার আদেশ দানের নিমিত্তে ৬ নং বিবাদী জনৈক ফরিদ হোসেনের বিবাদীর আবেদন নামঞ্জুর করাসহ উক্ত চুক্তিপত্র দাখিল হতে মাননীয় আদালত বাদী পক্ষকে অব্যাহতি দিলে ফরিদ হোসেন উক্ত আদেশের বিরুদ্ধে ও দে: ৪৮৯০/০৮ নং মামলার কার্যক্রম স্থগিতের জন্য হাইকোর্টে সিভিল রিভিশন ৯৪০/১৩ দায়ের করেন।	মোসাম্মৎ জাহানারা বেগম গং এর পক্ষে নিয়োজিত আম মোক্তার মো: হাবিবুর রহমান রাজু গং -বনাম- সচিব, গৃহায়ণ ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয় গং।	নাসিমা বেগম যুগ্মসচিব (পাট-২)	১। মুহাম্মদ সালেহউদ্দীন, সচিব, বিজেএমসি। ২। মহাব্যবস্থাপক (আইন), বিজেএমসি।

মামলার নং ও মিল/প্রতিষ্ঠানের নাম	মামলার বিষয় (সংক্ষেপে)	মামলার বাদী/বিবাদী	মামলা মনিটরিং কর্মকর্তার নাম ও পদবী	দপ্তর/সংস্থার ট্যাগ অফিসারের নাম ও পদবী
১	২	৩	৪	৫
(৬) দেওয়ানী মোকদ্দমা নং ৭০৪/১৪, ৫ম যুগ্ম জেলা জজ আদালত, ঢাকা।	বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয় হতে নিশাত জুট মিলের মতিঝিলের জমি (১১ কাঠা ১৩ ছটাক জমি) ২১-১০-১৩ তারিখের পত্রের মাধ্যমে চট্টগ্রাম সমিতি, ঢাকাকে ৯৯ বছরের জন্য উক্ত জমি ইজারা প্রদান করা হয়। পরবর্তীতে ২১-১০-১৪ তারিখে মন্ত্রণালয় কর্তৃক উক্ত ইজারা চুক্তি দলিল বাতিল করা হয়। লীজ বাতিলের পরিপ্রেক্ষিতে চট্টগ্রাম সমিতি, ঢাকা কর্তৃক সম্পত্তিটি রেজিষ্ট্রি লীজ দলিলমূলে স্বত্ববান মর্মে ঘোষনামূলক ডিক্রী প্রদানের জন্য মামলাটি দায়ের করেন।	চট্টগ্রাম সমিতি, ঢাকা -বনাম- বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়ও অন্যান্য।	নাসিমা বেগম যুগ্মসচিব (পাট-২)	১। মুহাম্মদ সালেহউদ্দীন, সচিব, বিজেএমসি। ২। মহাব্যবস্থাপক (আইন), বিজেএমসি।
(৭) রিভিউ পিটিশন নং ৩০৩/১৫ (সিপিএলএ নং ৯২২/১২, রীট পিটিশন নং-৮১৯৪/১০ হতে উদ্ভূত) আপিল বিভাগ, বাংলাদেশ সুপ্রিম কোর্ট।	বেলা আর্টিফিটেক্স-কে লীজ প্রদানকৃত ৫.৩০ একর জমি লীজ চুক্তির শর্তানুযায়ী ফেরতদেয়ার জন্য মিল কর্তৃক তাদেরকে নোটিশ প্রদান করা হলে বেলা আর্টিফিটেক্স রিট পিটিশন নং ৮১৯৪/১০ দায়ের করে।। উক্ত রিট মামলায় বেলা আর্টিফিটেক্স এর পক্ষে রায় হওয়ায় মিল কর্তৃক বাংলাদেশ সুপ্রিম কোর্টের আপিল বিভাগে সিপিএলএ নং ৯২২/১২ দায়ের করা হয়। উক্ত সিপিএলএ নং ৯২২/১২ মামলায় মহামান্য আদালত ১৩-০৮-১৫ তারিখে শুনানী শেষে মিলের বিপক্ষে রায় প্রদান করায় মিল কর্তৃক রিভিউ পিটিশন নং ৩০৩/১৫ দায়ের করা হয়েছে।	লতিফ বাওয়ানী জুট মিলস্ লি: -বনাম-বেলা আর্টিফিটেক্স।	জনাব দিলীপ কুমার সাহা অতিরিক্ত সচিব (পরি: ও অডিট)	১। মুহাম্মদ সালেহউদ্দীন, সচিব, বিজেএমসি। ২। মহাব্যবস্থাপক (আইন), বিজেএমসি।
(৮) অপর মামলা নং ৮০৩/১০, ৩য় যুগ্ম জেলা জজ আদালত, চট্টগ্রাম।	মিলের বি. এস. দাগ নং- ১৩৮, ১৩৯ এর ৩ একর ৩৪ শতক সম্পত্তি স্বত্ববান ও স্বার্থবান মর্মে ঘোষনার ডিক্রি প্রদান এবং উক্ত জমির বি এস খতিয়ান ভুল মর্মে ঘোষনা প্রদানের জন্য মামলাটি দায়ের করেন।	নুরুন্নেছা বেগম গং পক্ষে আ.জ.ম মোঃ নাসির উদ্দিনগং-বনাম-আমিন জুট মিল্স গং	জনাব দিলীপ কুমার সাহা অতিরিক্ত সচিব (পরি: ও অডিট)	১। মুহাম্মদ সালেহউদ্দীন, সচিব, বিজেএমসি। ২। মহাব্যবস্থাপক (আইন), বিজেএমসি।
(৯) সিপিএলএ নং ৩৪৪৩/১৫ (এফএ নং ৭৫৯/৯১ হতে উদ্ভূত)। আপিল বিভাগ, বাংলাদেশ সুপ্রিমকোর্ট।	মিলের অফিসার্স কোয়ার্টার সংলগ্ন ৩০ শতাংশ জমির মালিকানা দাবী সংক্রামত্ম বিষয়ে মমতাজ উদ্দিন গং দেওয়ানী মোকদ্দমা নং ০৪/৯১ দায়ের করলে মামলাটি খারিজ হয়। উক্ত খারিজাদেশের প্রেক্ষিতে মমতাজ উদ্দিন গং এর পক্ষে তার ছেলে আ: বারেক মিয়া গং মাননীয় হাইকোর্টে ফাষ্ট আপিল নং ৭৫৯/৯১ মামলা করলে তাদের পক্ষে রায় হওয়ায় মিল কর্তৃপক্ষ আপিল মামলাটি দায়ের করেন।	করিম জুট মিলস্ লি: -বনাম- আ: বারেক মিয়া গং	জনাব দিলীপ কুমার সাহা অতিরিক্ত সচিব (পরি: ও অডিট)	১। মুহাম্মদ সালেহউদ্দীন, সচিব, বিজেএমসি। ২। মহাব্যবস্থাপক (আইন), বিজেএমসি।

প্রতিষ্ঠানের নাম: বিটিএমসি

মামলার নং ও মিল/প্রতিষ্ঠানের নাম	মামলার বিষয় (সংক্ষেপে)	মামলার বাদী/বিবাদী	মামলা মনিটরিং কর্মকর্তার নাম ও পদবী	দপ্তর/সংস্থার ট্যাগ অফিসারের নাম ও পদবী
১	২	৩	৪	৫
(১) সিভিল আপিল-২৩৪/২০১৫ হতে ২৩৯/২০১৫ (মোট ৬টি মামলাটি একই বিষয় সংক্রান্ত হওয়ায় একটি ক্রমে ১টি মামলা হিসাবে উল্লেখিত)	বিটিএমসি'র হাটখোলাস্থ ওয়ারী মৌজায় ৪.২৫৪৩ একর জমি রয়েছে। উক্ত জমি জাতীয়করণকৃত ঢাকাশ্বরী কটন মিলের সম্পত্তি। সম্পত্তির সর্বশেষ রেকর্ড মহানগর জরিপ বা সিটি জরিপের রেকর্ড বিটিএমসি'র নামে হয়। বিটিএমসি হতে আবেদন ক্রমে ৪২ ধারার পুনঃশুনানী গ্রহন করে রেকর্ড করা হয়। অবৈধ দখলদারগন চূড়ান্ত পর্চা প্রকাশের পর বিটিএমসি'র জন্য ৪২ ধারায় শুনানী গ্রহনের বৈধতা চ্যালেঞ্জ করে মহামান্য হাইকোর্টে ৬টি রীট পিটিশন রুজু করে। যার রায় বিটিএমসি'র বিপক্ষে হয় এবং বিটিএমসি ৬টি সিভিল পিটিশন ফর লীভ টু আপিল মামলা রুজু করে। আপিল শুনানী অন্তে ৬টি সিভিল পিটিশন ফর লীভ টু আপিল মামলার লীভ বিটিএমসি'র পক্ষে গ্রান্ড হয়। তৎপর, অত্র সিভিল আপিল ৬টি মামলা হয় যা চুড়ান্ত নিস্পত্তির অপেক্ষায়।	বিটিএমসি বনাম নাসরিন সুলতানা, বিটিএমসি বনাম মোঃ নিজাম গং, বিটিএমসি বনাম সাইদুর রহমান গং, বিটিএমসি বনাম মোঃ আবুল বাশার গং, বিটিএমসি বনাম মঞ্জুরুল করিম গং, বিটিএমসি বনাম আহমেদ আরেফিন।	জনাব মো: রমজান আলী যুগ্মসচিব (অডিট)	জনাব পীরজাদা শহীদুল হারুন, পরিচালক (পরিচালন) জনাব কাজী ফিরোজ হোসেন, উপ-মহাব্যবস্থাপক (আইন)

মামলার নং ও মিল/প্রতিষ্ঠানের নাম	মামলার বিষয় (সংক্ষেপে)	মামলার বাদী/বিবাদী	মামলা মনিটরিং কর্মকর্তার নাম ও পদবী	দপ্তর/সংস্থার ট্যাগ অফিসারের নাম ও পদবী
১	২	৩	৪	৫
(২) রীট পিটিশন-৯৮৮০/২০১০	খুলনা টেক্সটাইল মিল এবং ওরিয়েন্ট টেক্সটাইল মিল – ২টা মিল ১৯৭০ সালে বাদী/পিটিশনার মাহমুদ আলী মৃধার পিতা দুইটি নন-জুডিশিয়াল স্ট্যাম্প এর আনরেজিষ্টার্ড দুইটি ডকুমেন্ট এর মাধ্যমে কেনা সূত্রে মালিকানার দাবী করে অত্র মামলা রুজু করে। প্রকৃতপক্ষে, বাদী মিল দুইটির কেনার জন্য তৎকালীন মুসলিম কমার্শিয়াল ব্যাংক বর্তমানে রুপালী ব্যাংক থেকে ঋণ নিয়ে ক্রয় করেন। কেনার পর মিল দুইটির মালিক হিসাবে ক্রেতার নাম জয়েন্ট স্টক কোম্পনীতে নিবন্ধন না করায় উক্ত ক্রয় আইনসিদ্ধ হয়নি। তদুপরি উক্ত মিল দুইটির বিপরীতে রূপালী ব্যাংকের দাবী সরকার কর্তৃক পূরণ করা হয়েছে মিল দুইটি নিষ্কন্টক করার স্বার্থে জাতীয়করণের পর পি.ও.-২৭ এর ক্ষতিপূরণ পাওয়ার বিধান মতে বাদী পক্ষ সরকারের নিকট ১৯৮২ সালে ক্ষতিপূরণ দাবী করলে জয়েন্ট স্টক কোম্পানীতে নিবন্ধন না করায় ক্ষতিপূরণ পান নাই।	মাহমুদ আলী মৃধা বনাম বিটিএমসি	জনাব মো: রমজান আলী যুগ্মসচিব (অডিট)	জনাব পীরজাদা শহীদুল হারুন, পরিচালক (পরিচালন) জনাব কাজী ফিরোজ হোসেন, উপ-মহাব্যবস্থাপক (আইন)
(৩) মহামান্য হাইকোর্ট, ঢাকা। রীট পিটিশন-৩৮৬৬/২০০৮	দি এশিয়াটিক কটন মিলের সাবেক বাংলাদেশী মালিকদের নিকট হস্তান্তর করা হয়। মিল হস্তান্তর চুক্তি চরম ভাবে ভঙ্গের ফলে সরকার কর্তৃক মিলটি প্রজ্ঞাপন জারি করে পুনঃঅধিগ্রহন করা হয়। জারিকৃত প্রজ্ঞাপন এবং পুনঃঅধিগ্রহনের বিরুদ্ধে মিল গ্রহিতার পক্ষের পরিচালক হিসাবে দাবীদার জনাব ইব্রাহীম খলিল অত্র মামলা রুজু করেন।	ইব্রাহীম খলিল বনাম বিটিএমসি গং।	জনাব মো: মনিরুজ্জামান যুগ্মসচিব (প্রশাসন-২)	জনাব পীরজাদা শহীদুল হারুন, পরিচালক (পরিচালন) জনাব কাজী ফিরোজ হোসেন, উপ-মহাব্যবস্থাপক (আইন)
(৪) মহামান্য হাইকোর্ট, ঢাকা। রীট পিটিশন-৫৭৩৯/২০১৩	নারায়নগঞ্জস্থ চিত্তরঞ্জন কটন মিলের জমিতে টেক্সটাইল পল্লী স্থাপনের প্রকল্পটি মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক অনুমোদিত। প্রকল্প বাস্তবায়নের স্বার্থে উক্ত জমিতে তিনটি পুকুর ভরাটের প্রয়োজন হয়। পুকুর ভরাটের জন্য টেন্ডার আহবান করা হলে পরিবেশবাদী আইনজীবী সংগঠন বেলা মহামান্য হাইকোর্টে উক্ত পুকুর তিনটি ভরাটের বিরুদ্ধে অত্র মামলা রুজু করে। পুকুর যাতে বিটিএমসি কর্তৃক ভরাট করতে না পারে তার জন্য এ মামলা।	পরিবেশবাদী আইনজীবী সংগঠন বেলা বনাম বিটিএমসি গং।	জনাব মো: মনিরুজ্জামান যুগ্মসচিব (প্রশাসন-২)	জনাব পীরজাদা শহীদুল হারুন, পরিচালক (পরিচালন) জনাব কাজী ফিরোজ হোসেন, উপ-মহাব্যবস্থাপক (আইন)
(৫) মহামান্য হাইকোর্ট, ঢাকা। রীট পিটিশন- ৭৫২৪/২০১৪	চট্টগ্রামস্থ ভালিকা উলেন মিলের উদ্বৃত্ত ৩.৯০ একর জমি টেন্ডারের মাধ্যমে বিক্রি করা হয়। বিক্রিত উদ্বৃত্ত জমির টেন্ডারে প্রাপ্ত দর এর দ্বারা সরকারের স্বার্থ ক্ষুন্ন হয়েছে। এ প্রেক্ষিতে মন্ত্রণালয় হতে বিক্রি বাতিলের জন্য সরকার সিদ্ধান্ত গ্রহন করে। সিদ্ধান্ত মতে মন্ত্রণালয় হতে পত্র প্ররণ করা হয়। উক্ত বিক্রি বাতিল আদেশের বিরুদ্ধে ক্রেতা প্রতিষ্ঠান অত্র রীট পিটিশন রুজু করে।	স্মার্ট জিন্স লিঃ বনাম বিটিএমসি গং।	বেগম সোহেলী শিরীন আহমেদ যুগ্মসচিব (বাজেট)	জনাব পীরজাদা শহীদুল হারুন, পরিচালক (পরিচালন) জনাব কাজী ফিরোজ হোসেন, উপ-মহাব্যবস্থাপক (আইন)
(৬) দেওয়ানী মোকদ্দমা নম্বর-১০/১৯৯৮ (নতুন নম্বর-২০৩/২০১৬)।	বিটিএমসি'র ওয়ারী মৌজার হাটখোলাস্থ সম্পত্তির অবৈধ দখলদারগন সম্মিলিত ভাবে দেওয়ানী মোকদ্দমা দায়ের করেন। মামলাটিতে দায়েরকারীগন দীর্ঘ্যকাল যাবৎ বসবাসের দাবীতে সরকারী মূল্যে যার যার দখলীয় জমি তাদের নিকট হস্তান্তরের দাবী জানিয়েছেন।	জনাব আব্দুল জলিল বনাম বিটিএমসি।	বেগম সোহেলী শিরীন আহমেদ যুগ্মসচিব (বাজেট)	জনাব পীরজাদা শহীদুল হারুন, পরিচালক (পরিচালন) জনাব কাজী ফিরোজ হোসেন, উপ-মহাব্যবস্থাপক (আইন)

প্রতিষ্ঠানের নাম: বিজেসি (বিলুপ্ত)

মামলার নং ও মিল/প্রতিষ্ঠানের নাম	মামলার বিষয় (সংক্ষেপে)	মামলার বাদী/বিবাদী	মামলা মনিটরিং কর্মকর্তার নাম ও পদবী	দপ্তর/সংস্থার ট্যাগ অফিসারের নাম ও পদবী	সংক্ষেপে বাস্তবায়ন অগ্রগতি
১	২	৩	৪	৫	৬
(১) লীভ টু আপীল নং-২২০৮/১৩	ইউনির্ভাসেল জুট ট্রেডার্স লিঃ নামীয় সম্পত্তির মালিকানা সংক্রান্ত মামলা।	বাদী-সিনিয়র সহকারী সচিব, বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয় গং বিবাদী-সত্যেন্দ্র কৃষ্ণ চৌঃ	জনাব গৌতম কুমার ভট্টাচার্য, যুগ্ম-সচিব (পাট-৩)	জনাব মোঃ লুৎফর রহমান, পি,ও	মামলাটি দৈনিক কজলিষ্টে অর্ন্তভুক্ত করে শুনানী সম্পন্নের জন্য সংশ্লিষ্ট আইনজীকে তাগিদ দেয়া হচ্ছে।
(২) এফ,এ নং-৩০৫/০৪	মেসার্স রাজা জানকী নাথ রায় নামীয় সংস্থার সম্পত্তির মালিকানা সংক্রান্ত মামলা।	বাদী-হাজী মনসুর আহমেদ গং বিবাদী-বিজেসি গং	জনাব গৌতম কুমার ভট্টাচার্য, যুগ্ম-সচিব (পাট-৩)	ঐ	মামলাটি দৈনিক কজলিষ্টে অর্ন্তভুক্ত করে শুনানী সম্পন্নের জন্য সংশ্লিষ্ট আইনজীকে তাগিদ দেয়া হচ্ছে।
(৩) এফ,এ,টি নং-১০৫/২০০৫ এফ.এ.নং-৪৯/০৫	নারায়ণগঞ্জ জেলার টানবাজারস্থ অবস্থিত রেলী কুলী বাগানের সম্পত্তির মালিকানা সংক্রান্ত মামলা।	বাদী-বিজেসি গং, বিবাদী-গোলাম রহমান গং	জনাব গৌতম কুমার ভট্টাচার্য, যুগ্ম-সচিব (পাট-৩)	ঐ	মামলাটি দৈনিক কজলিষ্টে অর্ন্তভুক্ত করে শুনানী সম্পন্নের জন্য সংশ্লিষ্ট আইনজীকে তাগিদ দেয়া হচ্ছে।
(৪) সিভিল রিভিশন নং-৫২০৩/০৭	সংস্থার দৌলতপুরস্থ এম কে-২ প্রেস হাউজের সম্পত্তির মালিকানা সংক্রান্ত মামলা।	বাদী-জনাব শহিদুল ইসলাম, বিবাদী-বিজেসি	জনাব গৌতম কুমার ভট্টাচার্য, যুগ্ম-সচিব (পাট-৩)	ঐ	মামলাটি শুনানীঅন্তে সংস্থার পক্ষে রায় হয়েছে।
(৫) সিভিল রীট পিটিশন নং-৬৯১১/১৩, বাংলাদেশ পাট কর্পোরেশন	চট্টগ্রামস্থ এপিসি র‍্যালী হাউজের ১.৯৩৩০ একর বিক্রয়ের দরপত্র বিজ্ঞপ্তি ০২/১৩ (১ম বার) এ মামলা।	সেলিম বিন সালেক বনাম বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়	জনাব গৌতম কুমার ভট্টাচার্য, যুগ্ম-সচিব (পাট-৩)	ঐ	মামলাটি দৈনিক কজলিষ্টে অর্ন্তভুক্ত করে শুনানী সম্পন্নের জন্য সংশ্লিষ্ট আইনজীকে তাগিদ দেয়া হচ্ছে।

প্রতিষ্ঠানের নাম: বাংলাদেশ তাঁত বোর্ড

মামলার নং ও মিল/প্রতিষ্ঠানের নাম	মামলার বিষয় (সংক্ষেপে)	মামলার বাদী/বিবাদী	মামলা মনিটরিং কর্মকর্তার নাম ও পদবী	দপ্তর/সংস্থার ট্যাগ অফিসারের নাম ও পদবী
১	২	৩	৪	৫
(১) মহামান্য হাইকোর্ট বিভাগ রিট পিটিশন নং-৫৬৭/২০০৩ বাংলাদেশ তাঁত বোর্ড	বেনারসি পল্লি মিরপুর প্রকল্প বাস্তবায়ন পর্যায়ে ১৯৯৭ সালে প্রকল্প এলাকায় বস্তি গড়ে উঠায় প্রকল্প বাস্তবায়নে বিঘ্ন হয়। প্রকল্পটি সুষ্ঠুভাবে বাস্তবায়নের নিমিত্ত প্রকল্প এলাকা থেকে বস্তি উচ্ছেদের বিরুদ্ধে কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়। বস্তি উচ্ছেদকালে বস্তিবাসীদের পক্ষে রিনা বেগম গং বাদী হয়ে বস্তি উচ্ছেদের বিরুদ্ধে মহামান্য হাইকোর্টে ৮৪২৪/২০০২ নং রিট পিটিশন দায়ের করেন। মহামান্য হাইকোর্ট নির্দেশনাসহ মামলাটি ২৯.১২.২০০২ তারিখে নিষ্পত্তি করেন। ১১.১২.২০০২ তারিখে মাননীয় বস্ত্র মন্ত্রীর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সভায় প্রকল্প এলাকা হতে বস্তি উচ্ছেদ অভিযানের জন্য ২৬.১২.২০০২ তারিখ নির্ধারন করা হয়। উক্ত সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে সংক্ষুদ্ধ হয়ে হাসিনা বেগম গং ১২.০১.২০০৩ তারিখে মহামান্য হাইকোর্ট বিভাগে রিট পিটিশন নং ৫৬৭/২০০৩ মামলা দায়ের করেন। মামলার আর্জির বিবরণী হতে দেখা যায় যে, পিটিশনারগণ ভাষাণটেক প্রকল্প এলাকায় ১৯৭৪ সাল হতেই বসবাস করার কথা উল্লেখ করে সরকার ঢাকার বিভিন্ন এলাকা হতে প্রায় ৪ (চার) হাজার পরিবারকে	বাদীঃ হাসিনা বেগম গং থানাঃ ভাষাণটেক, কাফরুল, ঢাকা-১২১৬ বিবাদীঃ সচিব, বস্ত্র ও পাট, গৃহায়ন ও গণপূর্ত, ভূমি, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় সচিবালয়-ঢাকা, জেলা প্রশাসক-ঢাকা, চিফ ম্যাট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট-ঢাকা, মহা পুলিশ পরিদর্শক-ঢাকা, চেয়ারম্যান-বাংলাদেশ তাঁত বোর্ড (পক্ষভুক্ত)	জনাব মোঃ রেজাউল কাদের যুগ্মসচিব (বস্ত্র-২)	১। জনাব আবুল কাসেম মোঃ বোরহান উদ্দিন, সদস্য ২। জনাব মোঃ মনজুর কাদির, সচিব ৩। জনাব মোঃ লুৎফর রহমান, (আইন)

মামলার নং ও মিল/প্রতিষ্ঠানের নাম	মামলার বিষয় (সংক্ষেপে)	মামলার বাদী/বিবাদী	মামলা মনিটরিং কর্মকর্তার নাম ও পদবী	দপ্তর/সংস্থার ট্যাগ অফিসারের নাম ও পদবী
১	২	৩	৪	৫
	ভাষাণটেক এলাকায় বসবাস করার ব্যবস্থা করেন। সেই থেকে তারা অত্র এলাকায় বসবাস করে আসছে। উক্ত ভাষাণটেক বস্তি এলাকায় তাদের জীবন যাত্রার মান উন্নয়নের জন্য বহু স্কুল, মাদ্রাসা, মসজিদ গড়ে উঠেছে। রাস্তা ঘাট নির্মাণ করা হয়েছে। এছাড়াও বিভিন্ন এনজিও, বাংলাদেশ রেডকোর্স সোসাইটিসহ অন্যান্য সংস্থা তাদের পানি সরবরাহের জন্য টিউবওয়েল স্থাপন, পানি সংরক্ষণ ব্যবস্থা, সেনেটারি ব্যবস্থা গ্রহণসহ বিভিন্ন ব্যবস্থা প্রদান করে। বস্তিবাসীগণ দীর্ঘদিন ধরে অত্র এলাকায় বসবাস করা অবস্থায় সরকার তাদের পুনর্বাসন না করে তাদের উচ্ছেদের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করায় তারা সংক্ষুব্ধ হয়ে এই মামলা দায়ের করেছেন।			

মামলার নং ও মিল/প্রতিষ্ঠানের নাম	মামলার বিষয় (সংক্ষেপে)	মামলার বাদী/বিবাদী	মামলা মনিটরিং কর্মকর্তার নাম ও পদবী	দপ্তর/সংস্থার ট্যাগ অফিসারের নাম ও পদবী
১	২	৩	৪	৫
(২) মহামান্য হাইকোর্ট বিভাগ রিট পিটিশন নং-১০০৭৭/২০১৫ বাংলাদেশ তাঁত বোর্ড	মিরপুর বেনারসি পল্লি এলাকার ৪০ (চল্লিশ) একর জমির মধ্যে তাঁত বোর্ডের দখলে থাকা ০৩ (তিন) একর জমি জাতীয় গৃহায়ণ কর্তৃপক্ষ গত ১৯.০৮.২০১৫ তারিখে বাংলাদেশ তাঁত বোর্ডকে রেজিষ্ট্রি করে দেয়। উক্ত জমির সীমানায় কাঁটাতারের বেড়া নির্মাণের জন্য ০১.১০.২০১৫ তারিখে ঠিকাদার নিয়োগ দেয়া হয়, প্রায় ৮০% কাজ সমাপ্ত হয়েছে। সরকারি সিদ্ধান্ত অনুযায়ী ঢাকার বাইরে খোলামেলা জায়গায় তাঁতিদের পুনর্বাসন করার লক্ষ্যে স্থান নির্বাচনের কার্যক্রম ও প্রকল্প প্রণয়নের কার্যক্রম হাতে নেয়া হয়। এরূপ কার্যক্রম চলমান অবস্থায় প্রকল্প এলাকায় অবৈধভাবে বসবাসরত বেনারসি তাঁতিগণ ঢাকার বাইরে খোলামেলা জায়গায় তাঁতিদের পুনর্বাসন এবং উক্ত প্রকল্প এলাকায় প্লট বরাদ্দের জন্য তাঁতিদের নিকট হতে আবেদন প্রতি ১০,০০০/- (দশ হাজার) টাকা গ্রহণ করা হয়। সে প্রেক্ষিতে বাদী সংক্ষুব্ধ হয়ে সচিব, বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয় ও চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ তাঁত বোর্ড সহ ৯(নয়) জন-কে বিবাদী করে আদালতে রিট পিটিশন নং-১০০৭৭/২০১৫ মামলা দায়ের করেন। মামলার আর্জিতে উল্লেখ করা হয়েছে যে, "পিটিশনারগণ বহু বছর পূর্ব হতে প্রকল্প এলাকায় বসবাস করে আসছেন, তাঁদের পুনর্বাসনের জন্য সরকার জমি অধিগ্রহণ করেছেন, প্রকল্প গ্রহণ করেছে, প্লট বরাদ্দ দেয়ার জন্য তাদের নিকট হতে আবেদনের সাথে জামানত হিসেবে ১০,০০০/- (দশ হাজার) টাকা করে জমা গ্রহণ করেছে, বিভিন্ন সময় সরকার তাদের প্লট প্রদানের প্রতিশ্রুতি দিয়েছে এরূপ অবস্থায় উক্ত প্রকল্প এলাকায় প্লট বরাদ্দ না দিয়ে তাদের ঢাকার বাইরে খোলামেলা জায়গায় প্রকল্প গ্রহণ করে বা স্থানান্তর করে তাঁতিদের পুনর্বাসন করার সরকারি সিদ্ধান্ত গ্রহণযোগ্য নয় বিধায় আদালতে এ মামলা দায়ের করেছে।	বাদীঃ আব্দুল মান্নান, পিতাঃ মৃত ইদ্রিস আলী দেওয়ান, বেনারসি পল্লি, থানাঃ ভাষাণটেক, কাফরুল, ঢাকা-১২১৬ গং সহ ৮০ জন বিবাদীঃ সচিব, বস্ত্র ও পাট, গৃহায়ন ও গণপূর্ত, ভূমি, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় সচিবালয়-ঢাকা, জেলা প্রশাসক-ঢাকা, চিফ ম্যাট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট-ঢাকা, মহা পুলিশ পরিদর্শক-ঢাকা, চেয়ারম্যান-বাংলাদেশ তাঁত বোর্ড ।	জনাব মোঃ রেজাউল কাদের যুগ্মসচিব (বস্ত্র-২)	১। জনাব আবুল কাসেম মোঃ বোরহান উদ্দিন, সদস্য ২। জনাব মোঃ মন্জুর কাদির, সচিব ৩। জনাব মোঃ লুৎফর রহমান, (আইন)

<u>প্রতিষ্ঠানের নাম: বাংলাদেশ রেশম উন্নয়ন বোর্ড</u>

মামলার নং ও মিল/প্রতিষ্ঠানের নাম	মামলার বিষয় (সংক্ষেপে)	মামলার বাদী/বিবাদী	মামলা মনিটরিং কর্মকর্তার নাম ও পদবী	দপ্তর/সংস্থার ট্যাগ অফিসারের নাম ও পদবী
১	২	৩	৪	৫
(১) হাইকোর্ট বিভাগের কনটেম্পট পিটিশন নং-৩৬৪/২০১৫	রেশম বোর্ডের সমাপ্ত উন্নয়ন প্রকল্পের ৪র্থ শ্রেণীর কর্মচারীর চাকুরী সরকারের/বোর্ডের রাজস্ব খাতে স্থানান্তরের আবেদনে হাইকোর্ট বিভাগে রীট পিটিশন নং-৬৯১১/২০০৪ ও ৮০৮৪/২০০৮ মামলা মঞ্জুরসহ ৬(ছয়) মাসের মধ্যে তাদের চাকুরী রাজস্ব খাতে স্থানান্তরের নিদেশ থাকা এবং উক্ত রায়ের বিরুদ্ধে বোর্ড আপীল করায় তা আপীল বিভাগ কর্তৃক গত ৩১-৭-২০১৩ তারিখে খারিজ করায় হাইকোর্ট বিভাগের রায় কার্যকর না করার জন্য।	বাদী: বাংলাদেশ রেশম উন্নয়ন বোর্ডের ৫০(পঞ্চাশ) জন ৪র্থ শ্রেণীর কর্মচারীর পক্ষে-গোলাম মোর্তুজা দিং। বিবাদী: ১। সচিব, বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয় ২। সচিব, জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় ৩। সচিব, অর্থ মন্ত্রণালয় ৪। মহাপরিচালক বাংলাদেশ রেশম উন্নয়ন বোর্ড ৫। সচিব, বাংলাদেশ রেশম উন্নয়ন বোর্ড	জনাব মো: রেজাউল কাদের যুগ্মসচিব (বস্ত্র-২)	১। জনাব মো: জায়েদুল ইসলাম, সচিব, বারেউবো ২। জনাব মো: আব্দুল মতিন, প্রধান সহকারী, বারেউবো

মামলার নং ও মিল/প্রতিষ্ঠানের নাম	মামলার বিষয় (সংক্ষেপে)	মামলার বাদী/বিবাদী	মামলা মনিটরিং কর্মকর্তার নাম ও পদবী	দপ্তর/সংস্থার ট্যাগ অফিসারের নাম ও পদবী
১	২	৩	৪	৫
(২) হাইকোর্ট বিভাগে বিচারাধীন প্রথম আপীল নং-৩৫৩/২০১২	যুগ্ম-জেলা জজ, ঠাকুরগাঁও কর্তৃক গত ২৩-১১-২০০৯ তাং রায় ও ডিক্রী প্রদান পূর্বক নং-১২/১৯৯৮ স্বত্ব মামলায় নালিশি ৩০.৮৪৫০ একর সম্পত্তির স্বত্ব ও ভোগ দখল রেশম বোর্ডের অনুকূলে বহাল থাকায় বাদীর আবেদন খারিজ করায় উক্ত রায়ের বিরুদ্ধে এই প্রথম আপীল মামলা (উক্ত সম্পত্তি রেশম বোর্ড দান সূত্রে আর ডি আর এস হতে প্রাপ্ত)	বাদী: আর ডি আর এস বহুমুখি শিল্প সমবায় সমিতির পক্ষে বাবু বিকাশ চৌধুরী ও হাসেম আলী, ঠাকুরগাঁও। বিবাদী: ১। বাংলাদেশ রেশম বোর্ডের পক্ষে সহকারি পরিচালক, ঠাকুরগাঁও ২।গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার পক্ষে জেলা প্রশাসক, ঠাকুরগাঁও ৩। অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক, ঠাকুরগাঁও ৪। আর ডিআর এস পক্ষে উক্ত সংস্থার প্রশাসক, ঠাকুরগাঁও ৫। বাংলাদেশ রেশম বোর্ড, রাজশাহীর পক্ষে চেয়ারম্যান ৬। বাংলাদেশ সিল্ক ফাউন্ডেশন পক্ষে ম্যানেজিং ডাইরেক্টর সিল্ক ফাউন্ডেশন ৭। ডাইরেক্টর, আর ডি আর এস,ধানমন্ডি, ঢাকা। ৮। ভূমি হুকুম দখল কর্মকর্তা, ঠাকুরগাঁও ৯। গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার পক্ষে সচিব, বস্ত্র ও পাট মন্ত্রনালয়, ঢাকা।	জনাব মো: রেজাউল কাদের যুগ্মসচিব (বস্ত্র-২)	১। জনাব মো: জায়েদুল ইসলাম, সচিব, বারেউবো ২। জনাব মো: আব্দুল মতিন, প্রধান সহকারী, বারেউবো
(৩) জেলা বগুড়া, যুগ্ম জেলা জজ ১ম আদালত নং-৩২৮/১৩ (বণ্টন)	বগুড়া জেলার শাহজাহানপুন থানাধীন ১৯৫৮ সালে এলএ কেস নং-১৭/৪/১৯৫-৫৯ দ্বারা অধিগ্রহণমূলে ১৭.১২ একর সম্পত্তিতে এ বোর্ডের রেশম বীজাগার নির্মিত হয় এবং এ যাবত সমুদয় সম্পত্তি সীমানা প্রাচীরের মধ্যে বোর্ডের ভোগ দখলাধীন বিদ্যমান রয়েছে। উক্ত সম্পত্তির মধ্যে ৫টি দাগে মোট ১.৬৪ একর সম্পত্তিতে বাদী বণ্টনের ডিক্রী প্রদানের আবেদন করেছেন।	বাদী: মো: শফিকুল ইসলাম (মুকুল) সহ ৭ জন সাং-লতিফপুর, থানা: শাহজাহানপুর, জেলা: বগুড়া। বিবাদী: ২১৭নং চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ রেশম উন্নয়ন বোর্ড	জনাব মো: রেজাউল কাদের যুগ্মসচিব (বস্ত্র-২)	১। জনাব মো: জায়েদুল ইসলাম, সচিব, বারেউবো ২। জনাব মো: আব্দুল মতিন, প্রধান সহকারী, বারেউবো
(৪) জেলা বগুড়া, যুগ্ম জেলা জজ ১ম আদালত নং-১০৫০/১৬ (বণ্টন)	বগুড়া জেলার শাহজাহানপুন থানাধীন ১৯৫৮ সালে এলএ কেস নং-১৭/৪/১৯৫-৫৯ দ্বারা অধিগ্রহণমূলে ১৭.১২ একর সম্পত্তিতে এ বোর্ডের রেশম বীজাগার নির্মিত হয় এবং এ যাবত সমুদয় সম্পত্তি সীমানা প্রাচীরের মধ্যে বোর্ডের ভোগ দখলাধীন বিদ্যমান রয়েছে। উক্ত সম্পত্তির মধ্যে ৬টি দাগে মোট ১.২৫ একর সম্পত্তিতে বাদী বণ্টনের ডিক্রী প্রদানের আবেদন করেছেন।	বাদী: রাশিদা বেগম ও ফরিদা বেগম থানা: শাহজাহানপুর, জেলা: বগুড়া। বিবাদী: ১৫নং সহকারী পরিচালক, বাংলাদেশ রেশম উন্নয়ন বোর্ড	জনাব মো: রেজাউল কাদের যুগ্মসচিব (বস্ত্র-২)	১। জনাব মো: জায়েদুল ইসলাম, সচিব, বারেউবো ২। জনাব মো: আব্দুল মতিন, প্রধান সহকারী, বারেউবো

<u>প্রতিষ্ঠানের নাম: আদমজী সন্স লি:</u>

মামলার নং ও মিল/প্রতিষ্ঠানের নাম	মামলার বিষয় (সংক্ষেপে)	মামলার বাদী/বিবাদী	মামলা মনিটরিং কর্মকর্তার নাম ও পদবী	দপ্তর/সংস্থার ট্যাগ অফিসারের নাম ও পদবী
১	২	৩	৪	৫
(১) বিভাগীয় স্পেশাল মামলা নং-২৪/১৩	চেক জালিয়াতিপূর্বক অর্থ আত্নসাতের দুর্নীতির কারণে চাকুরি হতে বরখাস্তকৃত আদমজী সন্স লি: এর ০৪ (চার) জন কর্মকর্তার বিরুদ্ধে।	দুনীতি দমন কমিশন	জনাব তাহমিনা আখতার অতিরিক্ত সচিব (পাট)	০১. জনাব মো: মেসবাহ উদ্দিন, ডিজিএম ০২. জনাব মো: ইমতিয়াজ আহমেদ, ম্যানেজার

মামলার নং ও মিল/প্রতিষ্ঠানের নাম	মামলার বিষয় (সংক্ষেপে)	মামলার বাদী/বিবাদী	মামলা মনিটরিং কর্মকর্তার নাম ও পদবী	দপ্তর/সংস্থার ট্যাগ অফিসারের নাম ও পদবী
১	২	৩	৪	৫
(২) রিভিউ মোকদ্দমা নং-২৭৭৫/১৪	আদমজী সন্স লিঃ এর ৮২৬/২০০৯নং মামলার বিচারযোগ্যতার বিরুদ্ধে।	আদমজী সন্স লিঃ	জনাব তাহমিনা আখতার অতিরিক্ত সচিব (পাট)	০১. জনাব মো: মেসবাহ উদ্দিন, ডিজিএম ০২. জনাব মো: ইমতিয়াজ আহমেদ, ম্যানেজার

<u>প্রতিষ্ঠানের নাম: লিকুইডেশন সেল</u>

মামলার নং ও মিল/প্রতিষ্ঠানের নাম	মামলার বিষয় (সংক্ষেপে)	মামলার বাদী/বিবাদী	মামলা মনিটরিং কর্মকর্তার নাম ও পদবী	দপ্তর/সংস্থার ট্যাগ অফিসারের নাম ও পদবী
১	২	৩	৪	৫
(১) রীট পিটিশন নং-৯৭১৮/১৪, মোহিনী মিলস লি:	মিল বিক্রয় মূল্যের অবশিষ্ট অর্থ গ্রহণ করত: মিল ক্রেতাকে বুঝিয়ে দেয়া প্রসংগে।	আরিফুর রহমান গং বনাম সরকার	জনাব জেসমিন নাহার উপসচিব (বস্ত্র)	মো: আব্দুল কুদ্দুস, মহাব্যবস্থাপক (অ: দা:)
সিপি নং-০৮/১৭, মশলিন কটন মিলস লিঃ	মসলিন কটন মিলের ক্রেতা রিফাত গার্মেন্টস কর্তৃক দায়েরকৃত রীটপিটিশন নং-৬৬৩৩/২০১০৬ এর রায় ক্রেতার অনুকূলে হওয়ায় উক্ত রায়ের বিরুদ্ধে সরকার তথা লিকুডেটর কর্তৃক সিপি ০৮/২০১৪ দায়ের করা হয়। উক্ত সিপিও ক্রেতার অনুকূলে রায় হয়।	রিফাত গার্মেন্টস গং বনাম সরকার।	জনাব জেসমিন নাহার উপসচিব (বস্ত্র)	মো: আব্দুল কুদ্দুস, মহাব্যবস্থাপক (অ: দা:)
রীট পিটিশন নং-১৭২৩৩/১২, লিকুইডেশন সেলের মেয়াদ বৃদ্ধি সংক্রান্ত।	লিকুইডেশন সেলের মেয়াদ বৃদ্ধি সংক্রান্ত রীট পিটিশন নং-১৭২৩৩/১২। ক্রেতা কর্তৃক দায়ের করা হয়।	ক্রেতা বনাম সরকার/লিকুইডেশন সেল	জনাব জেসমিন নাহার উপসচিব (বস্ত্র)	মো: আব্দুল কুদ্দুস, মহাব্যবস্থাপক (অ: দা:)

০৭. দপ্তর/সংস্থার প্রধানগণের ৫০টি মামলা মনিটরিং কার্যক্রম পর্যালোচনা:

ইতোপূর্বে অনুষ্ঠিত সভার ন্যায় এ সভায়ও মুখ্য সচিব, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের নির্দেশনামতে দপ্তর/সংস্থার প্রধানগণের ৫০টি মামলা মনিটরিং এর বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা হয়। এ ব্যাপারে দপ্তর/সংস্থার প্রধানগণ জানান যে, তাদের স্ব-স্ব দপ্তর/সংস্থার যে মামলাগুলো চলমান আছে সেগুলোর ব্যাপারে তাঁরা প্রতি মাসেই সংস্থার আইন কর্মকর্তাসহ সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের সাথে সভায় মিলিত হয়ে অগ্রগতি পর্যালোচনা এবং প্রয়োজনীয় দিক-নির্দেশনা দিয়ে থাকেন। সভাপতি এ ব্যাপারে মনিটরিং সংক্রান্ত ৫০টি মামলাসহ সকল মামলা নিয়মিত মনিটরিং করার জন্য সকল দপ্তর/সংস্থা প্রধানগণকে অনুরোধ করেন এবং মামলা নিষ্পত্তির তথ্যাদি মন্ত্রণালয়ে প্রেরণের নির্দেশনা প্রদান করেন।

০৮. বিস্তারিত আলোচনার পর সভায় নিম্নোক্ত সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়:

ক. সকল দপ্তর/সংস্থার প্রধানকে মামলা নিষ্পত্তির হার বৃদ্ধির প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে;

খ. বিজেএমসিসহ সকল দপ্তর/সংস্থার যে সকল মামলার রায় সরকারের বিপক্ষে ঘোষিত হয়েছে সে মামলাগুলোর বিষয়ে সর্বোচ্চ আদালত পর্যন্ত প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে হবে;

গ. মনিটরিং সংক্রান্ত গুরুত্বপূর্ণ ২৮টি মামলার মধ্যে যে সকল মামলা নিষ্পত্তি হয়নি সেগুলো নিষ্পত্তির বিষয়ে সর্বাত্নক পদক্ষেপ গ্রহণ করার জন্য দপ্তর/সংস্থা প্রধানগণ প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণ করবে;

ঘ. সকল দপ্তর/সংস্থা প্রধানগণ তাদের বিপক্ষে ঘোষিত হওয়া মামলার রায়/স্থিতাবস্থা দ্রুত ভ্যাকেট করাসহ সরকারের পক্ষে রায় আনয়ণের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণপূর্বক মন্ত্রণালয়কে অবহিত করবে;

ঙ. ৩৭.০০ একর জমি তাঁত বোর্ডের অনুকূলে রেজিস্ট্রি করে নেয়ার জন্য চেয়ারম্যান, তাঁত বোর্ড জরুরি ভিত্তিতে জাতীয় গৃহায়ন কর্তৃপক্ষ বরাবরে পত্র প্রেরণ করবে এবং স্ব উদ্যোগে তদারকি করবে;

চ. বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়ের তাঁত বোর্ড সংক্রান্ত প্রশাসনিক শাখা (বস্ত্র-২ অধিশাখা) তাঁত বোর্ডের অনুকূলে ৩৭.০০ একর জমি রেজিস্ট্রি করে দেয়ার বিষয়ে প্রয়োজনে জাতীয় গৃহায়ন কর্তৃপক্ষের সাথে এ মন্ত্রণালয়ের একটি আন্ত:মন্ত্রণালয় সভা অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা গ্রহণ করবে;

ছ. বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়ের অধীনস্থ সকল দপ্তর/সংস্থা প্রধান নিজেদের মধ্যে আলোচনাপূর্বক তাদের প্রতিষ্ঠানের একই ধরণের মামলাগুলো স্ব স্ব দপ্তর/সংস্থার প্যানেল আইনজীবীদের মাধ্যমে একই আদালতে (উচ্চ আদালত/নিম্ন আদালত) এক সাথে উপস্থাপন করত: নিষ্পত্তির প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবে।

জ. যে সকল দপ্তর/সংস্হার ৫০টি মামলা মনিটরিং এর ক্ষেত্রে স্ব-স্ব দপ্তর/সংস্হা নিয়মিতভাবে প্রতিমাসে সভা করে তার অগ্রগতি মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করবে;

ঝ. মনিটরিং সংক্রান্ত মামলাগুলোর ক্ষেত্রে দপ্তর/সংস্হা প্রধান শুনানীঅন্তে কি ব্যবস্হা গ্রহণ করেছে তা উল্লেখপূর্বক তার অগ্রগতি/প্রতিবেদন মন্ত্রণলয়ে প্রেরণ করবে।

০৯. সভায় আর কোন আলোচ্যসূচি না থাকায় সভাপতি উপস্থিত সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে সভার কাজ শেষ করেন।

স্বাক্ষরিত/
সচিব
তারিখঃ০৯/০৫/২০১৭।
(মো: ফয়জুর রহমান চৌধুরী)
সচিব
বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়, ঢাকা।